পাওয়ার ফ্যাক্টর সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সমস্ত বিতরণ লাইনে এসি সার্কিটের মাধ্যমে ভোল্টেজ ও কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এরূপ বিদ্যুৎ প্রবাহে সকল প্রকার বৈদ্যুতিক মিটারে প্রকৃত ক্ষমতা ও আপাতঃ ক্ষমতা নামে দুই প্রকার ক্ষমতা পাওয়া যায়। এই দুই ক্ষমতার অনুপাতকে ঐ সার্কিটের বা মটরের পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে । পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান এক বা এক এর কাছাকাছি হওয়া বাঞ্ছনিয় । সমিতি কর্তৃক সংযোগকৃত সকল প্রকার সেচ ও শিল্প গ্রাহকদের বৈদ্যুতিক মটরের পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ০.৯৫ (শতকরা ৯৫ ভাগ) বা তার উপরে রাখা সমিচীন। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ক্যাপাসিটর/ক্যাপাসিটর ব্যাংক ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত করা যায়।

কম পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য অসুবিধাসমূহ

১। কম পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য লাইনের কারেন্ট প্রবাহ বেড়ে যায় ফলে পাওয়ার লস অনেক বেশি হয় । এতে সামগ্রিক ব্যবস্থার সিষ্টেম লস বেড়ে যায়।
২। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান অবনতি ঘটলে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা সরবরাহ করতে অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং এতে বৈদ্যুতিক মটর, ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশের ক্ষতি সাধিত হয়। অনেক সময় মটর গরম হয়ে মটর উইন্ডিং পুড়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে।
৩। পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে গ্রাহককে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে হয়।

পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতির সুবিধা

১। মটরের তারের পাওয়ার লস এবং ভোল্টেজ লস কমবে।
২। ভোল্টেজ ড্রপ কম হলে মটর বিপত্তিহীনভাবে কাজ করবে, মটর গরম হবে না, ফলে মটরের আয়ুষ্কাল বেশি হবে।
৩। সামগ্রিক বিতরণ ব্যবস্থার সিষ্টেম লস কম হবে।
৪। মটর ওয়্যারিং -এ সিষ্টেম লস কমে গিয়ে কিলোওয়াট আওয়ার কনজাম্পশন কম হবে।
৫। ফিডারের ক্যাপাসিটরসহ সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতির কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
৬। সকল প্রকার সেচ ও শিল্পে মটর সংযোগের সময় সমিতির পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত সাইজের ক্যাপাসিটর/ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করতে হবে।
৭। পাওয়ার ফ্যাক্টর ৯৫% এর কম হলে সমিতির নীতিমালা অনুযায়ী মাসিক বিদ্যুৎ বিলের সাথে পিএফ চার্জ ধার্য্য করা হয়ে থাকে । সুতরাং নির্ধারিত সাইজের ক্যাপাসিটর/ক্যাপাসিটর ব্যাংক ব্যবহার করে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত করলে গ্রাহক এবং সমিতি উভয়ই উপকৃত হবে।

"গ্রাহকের জ্ঞাতব্য বিষয়"

১। সান্ধ্য পিক-আওয়ারে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। আপনার সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ অন্যকে আলো জ্বালাতে সহায়তা করবে।
২। সংযোগ বিচ্ছিন্নতা এড়াতে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন এবং বিলম্ব মাশুল, সদস্য পদ বাতিল ও বকেয়া বিলের জন্য মামলা দায়েরের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকুন।
৩। ৮৩% বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়কল্পে মানসম্মত এনার্জি সেভিং বাল্ব ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করুন।
৪। টিউব লাইটে Electronic Ballast ব্যবহার করে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করুন।
৫। বিদ্যুৎ একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহারে ভূমিকা রাখুন।
৬। বৎসরান্তে পবিস হতে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের প্রমাণ পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে।
৭। মিটার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনার। এর সঠিক সুষ্ঠু অবস্থা ও সীলসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। অন্যথায় আপনিই দায়ী থাকবেন।
৮। লোড শেডিং সংক্রান্ত তথ্য সংস্থার ওয়েব সাইট থেকে জানা যাবে। যদি কোন কারণে ওয়েব সাইট থেকে তথ্য না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার আওতাধীন কন্ট্রোল রুম/অভিযোগ কেন্দ্র থেকে জানা যাবে।
৯। বিদ্যুৎ চুরি ও এর অবৈধ ব্যবহার থেকে নিজে বিরত থাকুন ও অন্যকে নিবৃত করুন।
১০। বিদ্যুৎ চুরি ও এর অবৈধ ব্যবহার রোধে আপনার জ্ঞাত তথ্য "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র/অভিযোগ কেন্দ্র"-এ অবহিত করে আপনার নৈতিক দায়িত্ব পালন করুন।
১১। ইদানিং একটি সংঘবদ্ধ অসাধু চক্র চালু লাইন হতে ট্রান্সফরমার/ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি/ তার চুরির সাথে জড়িত। সুতরাং আপনার এলাকায় উপরিউক্ত চুরি রোধে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা এবং সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।
১২। রশিদ ব্যতিত কোন প্রকার অর্থ প্রদান করবেন না। সংযোগকৃত গ্রাহক সমিতিতে কোন বিষয়ে আবেদন করলে অবশ্যই বিদ্যুৎ বিলে উল্লেখিত বই নং ও হিসাব নং উল্লেখ করতে হবে।
১৩। কাঙ্খিত সেবা না পাওয়া গেলে সমিতির জেনারেল ম্যানেজার এর টেলিফোন নং ০৭৯১-৬২৪১১ এবং মোবাইল নং-০১৭৬৯-৪০০০৪৮ এ অভিযোগ করা যাবে।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা এখন উন্নয়নশীল দেশ-আমরা গর্বিত

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"
সিটিজেন চার্টার
(নাগরিক অধিকার সনদ)
গ্রাহক সেবা নির্দেশিকা

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, মেহেরপুর-৭১০০।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর টেলিফোন/ফ্যাক্স/ই-মেইল/ওয়েবসাইট/মোবাইল নম্বর সমূহ

ক্রঃ নং	অফিসের নাম	টেলিফোন/মোবাইল নং
০১	জেনারেল ম্যানেজার	০৭৯১-৬২৪১১, ০১৭৬৯-৪০০০৪৮
০২	সদর দপ্তর অভিযোগ কেন্দ্র	০৭৯১-৬২২৫৮, ০১৭৬৯-৪০১৪৩৩
০৩	ডিজিএম(সদর-কারিগরী), সদর দপ্তর	০১৭৬৯-৪০১৯৪০
০৪	ডিজিএম, চুয়াডাঙ্গা জোনাল অফিস	০৭৬১-৬২৮৪৮,০১৭৬৯-৪০০১৯১
০৫	চুয়াডাঙ্গা জোনাল অফিস, অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪৪১
০৬	ডিজিএম,আলমডাঙ্গা জোনাল অফিস	০৭৬২২-৫৬৩৭২, ০১৭৬৯৪০০১৯২
০৭	আলমডাঙ্গা জোনাল অফিস, অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪৩৮
০৮	ডিজিএম, গাংনী জোনাল অফিস	০৭৯২২-৭৫১৩৬, ০১৭৬৯-৪০০১৯৩
০৯	গাংনী জোনাল অফিস, অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪৪৫
১০	দর্শনা সাব জোনাল অফিস, অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪৪৩
১১	জীবননগর সাব জোনাল অফিস, অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪৪৬
১২	বামন্দি সাব জোনাল অফিস, অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪৩৬
১৩	মুজিবনগর সাব জোনাল অফিস, অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪৩৪
১৪	উথলী এরিয়া অফিস	০১৭৬৯-৪০১৪৩৮
১৫	মুন্সীগঞ্জ এরিয়া অফিস	০১৭৬৯-৪০১৪৩৯
১৬	আসমানখালী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪৪০
১৭	সরোজগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৯৬৫
১৮	কার্পাসডাঙ্গা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪৪৪
১৯	হাটবোয়ালিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪৩৭
২০	দামুড়হুদা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৪৪২
২১	বারাদী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০২৩৬৯
২২	খাসকররা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০২৩৬৮
২৩	ডিঙ্গেদহ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০২৭৪৫
২৪	ফ্যাক্স নং ০৭৯১-৬৩১৮৫	০৭৯১-৬৩১৮৫
২৫	E-mail	gmmpbs@gmail.com
২৬	Web:Site	www.meherpurpbs.org.bd

শেখ হাসিনার দর্শন-সেবক হয়ে কর্ম সম্পাদন

"শিল্প সংযোগের ক্ষেত্রে"

- ✓ পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত সনদপত্র জমা প্রদান করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লে- আউট, উপকেন্দ্রের লে-আউট ও সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম এর কপি। সিঙ্গেল ফেজ এলটি এবং এইচটি সুইচ গিয়ার স্থাপন-এর প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র জমা প্রদান করতে হবে।
- ✓ পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ৯৫% এ উন্নীত করণের জন্য প্রয়োজনীয় অটো পিএফ আই স্থাপনের দলিলাদি, সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম প্রতিষ্ঠানের সকল বৈদ্যুতিক স্থাপনাদি এবং অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং সমিতি কর্তৃক অনুমোদনের পর গ্রাহক কর্তৃক ট্রান্সফরমার ক্রয়ের টেষ্ট রেজাল্টসহ বাংলাদেশ বৈদ্যুতিক লাইসেন্সিং বোর্ড কর্তৃক চুড়ান্তভাবে অনুমোদনের ছাড়পত্র জমা প্রদান করতে হবে।

নতুন সংযোগের জন্য আবেদন ফি

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ	গ্রাহক শ্রেণি/ প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
০১	নতুন সংযোগের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	ক) এক ফেজ	১০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
০২	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	২৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি		১০০০.০০

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ চার্জ/ফিঃ

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ	গ্রাহক শ্রেণি/ প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
০১	বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (DC) চার্জ/বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৬০০.০০
			খ) তিন ফেজ	১৫০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		৬০০০.০০
		ইএইচটি		১০০০০.০০
০২	গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ (DC)/গ্রাহকের অনুরোধে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
০৩	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
০৪	গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহক আঙ্গিনায় মিটার পরিদর্শন চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	১৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৫০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
০৫	জরুরী প্রয়োজনে ট্রান্সফরমার ভাড়া (সর্বোচ্চ ১৫ দিন, তবে বিশেষ বিবেচনায় দ্বিগুণ হারে ৩০ দিন)	১১ কেভি ট্রান্সফরমার, ড্রপআউট ফিউজ কাটআউট সহ		৩০০.০০/দিন
		৩৩ কেভি ট্রান্সফরমার, ড্রপআউট ফিউজ কাটআউট সহ		৬০০.০০/দিন

শেখ হাসিনার প্রত্যয়ন-প্রতি ঘরে বিদ্যুতায়ন

"বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য জামানতের পরিমাণ"

আবাসিক, বাণিজ্যিক , দাতব্য প্রতিষ্ঠান এ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোলিখিত হারে
নিরাপত্তা জামানত জমা প্রদান করতে হবে।

ক্রঃ নং	গ্রাহক শ্রেণী	অনুমোদিত লোড সীমা (কিঃওঃ)	জামানতের হার (টাকা/কিঃওঃ)
০১	এলটি-এ এবং এলটি-বি	২ কিঃওঃ পর্যন্ত	৪০০.০০
০২	এলটি-এ এবং এলটি-বি	২ কিঃওঃ এর উর্ধ্বে	৬০০.০০
০৩	এলটি-সি ১, এলটি-সি ২, এলটি-ডি ১ এলটি-ডি ২, এলটি-ই এবং এলটি-টি	সকল	৮০০.০০
০৪	এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি	সকল	১০০০.০০

বিঃ দ্রঃ লীজ/ভাড়াকৃত জমিতে সংযোগের ক্ষেত্রে সরকারি জায়গা হলে ৫০০.০০ প্র
কিঃওঃ বা অংশ বিশেষ লোডের জন্য এবং ব্যক্তি মালিকানা হলে ১০০০.০০ প্রতি কিঃ
বা অংশ বিশেষ লোডের জন্য উপরোক্ত মতে অতিরিক্ত জামানত প্রদান করতে হবে।

অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ ঃ

০১। মেলা,সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান , ব্রীজ নির্মাণ এর নিমিত্তে প্রয়োজন অনুযায়ী নুন্যত
০৭ দিন থেকে সর্বোচ্চ ০৩ মাস পর্যন্ত অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

০২। গ্রাহকের অনুরোধে ০৩ মাসের অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হলে সর্বোচ্চ ১ বছর পর্য
সময় বর্ধিত করা যাবে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকের চাহিত সময়ের আবেদনটি সিনি
জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

০৩। তবে অস্থায়ী সংযোগ কখনও স্থায়ী সংযোগে রূপান্তর করা যাবে না। সংযোগটির ধ
এলটি অস্থায়ী শ্রেণীর হবে এবং ডিমান্ড চার্জ প্রযোজ্য হবে।

০৪। মিটার ও মালামালের ১১০% মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তবে পরবর্তীতে মিটার
ব্যবহৃত মালামাল ব্যবহারযোগ্য থাকলে ১০০% মূল্য ফেরৎ প্রদান করা হবে।

০৫। ট্রান্সফরমার স্থাপন ও অপসারণ, ট্রান্সফরমার রেন্টাল চার্জ, অগ্রীম জামানত/বিদ্যুৎ বি
এবং অন্যান্য ফি/খরচ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জমা প্রদান করতে হবে। দৈনিক বিদ
ব্যবহারের সময় ও আবেদনকৃত লোড উল্লেখ পূর্বক আবেদন করতে হবে।

০৬। তবে প্রতি মাসে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলের অর্থ গৃহিত অগ্রীম জামানত/বিদ্যুৎ বিল হ
সমন্বয় করা হবে। যদি কোন কারণ বশতঃ অস্থায়ী সংযোগ প্রদান সম্ভব না
সেক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ জানিয়ে গ্রাহককে পত্রের মাধ্যমে জানানো হবে।

বিল সংক্রান্ত অভিযোগ

বিল সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ যেমন বিল পাওয়া যায় নাই ,বিল হারিয়ে গেছে , বকে
বিদ্যুৎ বিল, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদির জন্য "এক অবস্থানে সেবা" এ যোগাযে
করা হলে তাৎক্ষনিক সমস্যার সমাধান করা হবে। কোন কারণ বশতঃ যদি তাৎক্ষনি
সমাধান করা না যায় সেক্ষেত্রে দ্রুততর সময়ের মধ্যে নিস্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিল পরিশোধ

সমিতির সদর দপ্তর/জোনাল অফিস/সাব জোনাল অফিস সমূহের ক্যাশ কাউন্টার /নির্ধারি
ব্যাংক/ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র/ অনুমোদিত মোবাইল ফোন টেলিটক এজেন্টের মাধ্য
গ্রাহক বিল পরিশোধ করতে পারবেন।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ

বিদ্যুৎ বিভ্রাট সংক্রান্ত আপনার যে কোন অভিযোগ সমিতির "অভিযোগ কেন্দ্রে" জানা
হলে তা অভিযোগ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযে
নিস্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযে
নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে তার কারণ গ্রাহককে অবহিত করা হবে।

বিদ্যুৎ আইন

বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৯, বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দন্ড ১। কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বি
উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতি
করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কে
বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অন্যূন ৭ (স
বৎসর এবং অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থ
অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। ২। কোন ব্যক্তি লাইসেন্সির অনুমতি ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ কে
বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে অবহেলাবশত ভা
ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ল
বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারা
অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

বিঃদ্রঃ বর্ণিত আইনটি ২০১৮ সনের ৩০শে মাঘ, ১৪২৪/১২ ইং ফেব্রুয়ারী ২০১৮ ইং বাংলাদেশ জা
সংসদে Electricity Act (বিদ্যুৎ আইন) ১৯১০ রহিত পূর্বক সংশোধন করিয়া পুন:প্রণয়ন করা হ

উন্নয়ন অগ্রযাত্রার বিশ্বে, শেখ হাসিনাই শীর্ষে

"এক অবস্থানে সেবা"

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর /জোনাল অফিস/সাব-জোনাল অফিস "এক অবস্থানে সেবা " কেন্দ্রে আপনার যে কোন অভিযোগ যেমন নতুন সংযোগ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, বিল সংক্রান্ত, মিটার সংক্রান্ত, পুনঃসংযোগ সংক্রান্ত, বিল পরিশোধের ব্যবস্থা ইত্যাদি জানা যাবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে ।

"নতুন সংযোগ গ্রহণ"

আবাসিক/বানিজ্যিক/সি আই সংযোগের জন্য অন লাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে, অনলাইনে নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমাদানের জন্য অনুরোধ করা হলঃ-

১) আবেদনকারীর ১ কপি (স্ক্যান) ছবি (মোবাইল নম্বরসহ) ।
২) জমির দলিল অথবা পর্চা অথবা নামজারীর কাগজ অথবা ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা পাওয়ার অফ এ্যাটোর্নি এর স্ক্যান কপি ।
৩) জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর এন্ট্রি দিতে হবে ।
৪) সার্ভিস ড্রপের দৈর্ঘ্য ১৩০ফুট (নির্ধারিত) । এর অধিক হবে না ।

- ✓ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সমিতি কর্তৃক সমীক্ষা সম্পাদন করা হবে ।
- ✓ সমিতি কর্তৃক সমীক্ষা সম্পাদনের পর পরবর্তী ৭(সাত) দিনের মধ্যে সমিতির কারিগরী উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ষ্টেকিং শীট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রস্তুত করা হবে । মালামাল প্রাপ্তি সাপেক্ষে ডিমান্ড নোট ও প্রাক্কলন ইস্যু করা হবে ।
- ✓ ডিমান্ড নোটে উল্লেখিত প্রাক্কলন সমিতির ক্যাশ কাউন্টারে জমা প্রদান করার পর ঠিকাদার কর্তৃক লাইন নির্মাণের কাজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সম্পন্ন করা হবে ।
- ✓ পরবর্তীতে ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা আভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং সম্পন্ন করে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে ।
- ✓ ওয়্যারিং রিপোর্ট দাখিলের পর সমিতির ওয়্যারিং পরিদর্শক কর্তৃক ওয়্যারিং পরিদর্শন করা হবে ।
- ✓ ওয়্যারিং পরিদর্শনের পর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ সাপেক্ষে) বিলিং শাখা কর্তৃক সিএমও অর্থাৎ মিটার স্থাপনের অর্ডার তৈরী করতে হবে ।
- ✓ সিএমও তৈরীর পর ওএন্ডএম বিভাগ কর্তৃক মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে । যে কোন কারণে সংযোগ প্রদান সম্ভব না হলে আবেদনকারীকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হবে ।
- ✓ মিটার স্থাপনের পরবর্তী মাসের বিলিং সাইকেল অনুযায়ী গ্রাহকের প্রথম মাসের বিল ইস্যু করা হবে ।

নতুন সংযোগের জন্য দলিলাদি

নতুন সংযোগের জন্য আবেদন পত্রের সাথে নিম্নোক্ত দলিলাদি দাখিল করতে হবে ।

- ✓ আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গীন ছবি, জমির দলিল অথবা পর্চা অথবা নামজারীর কাগজ অথবা ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা পাওয়ার অফ এ্যাটোর্নি এর কপি ।
- ✓ ইউপি/পৌরসভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদ, ট্রেড লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ।
- ✓ বহুতল ভবনের সংযোগের ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণের অনুমোদন পত্র ।
- ✓ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র (শিল্প সংযোগের ক্ষেত্রে) ।
- ✓ স-মিল (করাত কল) এর ক্ষেত্রে বনবিভাগের ছাড়পত্র ।
- ✓ সেচ সংযোগের জন্য(সংশ্লিষ্ট উপজেলা) সেচ কমিটির ছাড়পত্র প্রদান করতে হবে ।
- ✓ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর ছাড়পত্রের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ।
- ✓ **নিম্নবর্ণিত লোড অনুযায়ী সোলার প্যানেল স্থাপন করতে হবে ।**

লোড	আবাসিক	বাণিজ্যিক/শিল্প		পোশাক শিল্প
লাইট এবং ফ্যান	২ কি:ও: উর্দ্ধে	৫০ কি:ও: পর্যন্ত	৫০ কি:ও: উর্দ্ধে	৫%
	৩%	৭%	১০%	

জ্বলছে আলো চলছে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

শ্রেণীভিত্তিক বিদ্যমান বিদ্যুতের মূল্যহার

গ্রাহক শ্রেণী		এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কিঃওঃঘঃ)	ডিমান্ড রেট/চার্জ টাকা/কিঃওঃ (অনুমোদিত লোড/মাস)
০১	এলটি-এঃ আবাসিক		
	লাইফ লাইনঃ ০-৫০ ইউনিট	৩.৮৭	২৫.০০
	প্রথম ধাপঃ ০-৭৫ ইউনিট	৪.০০	
	দ্বিতীয় ধাপঃ ৭৬-২০০ ইউনিট	৫.৪৫	
	তৃতীয় ধাপঃ ২০১-৩০০ ইউনিট	৫.৭০	
	চতুর্থ ধাপঃ ৩০১-৪০০ ইউনিট	৬.০২	
	পঞ্চম ধাপঃ ৪০১-৫০০ ইউনিট	৯.৩০	
	ষষ্ঠ ধাপঃ ৫০১-৬০০ ইউনিট	১০.৭০	
০২	এলটি-বিঃ সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প	৪.০০	১৫.০০
০৩	এলটি-সিঃ ক্ষুদ্র শিল্প		১৫.০০ (২৫ কিঃওঃঘঃ পর্যন্ত ২৫.০০) (২৬-৫০ কিঃওঃঘঃ পর্যন্ত)
	ফ্ল্যাট	৮.২০	
	অফ পিক সময়	৭.৩৮	
	পিক সময়	৯.৮০	
০৪	এলটি-সি নির্মাণ	১২.০০	৮০.০০
০৫	এলটি-ডি১ঃ শিক্ষা, ধর্মীয়, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল	৫.৭৩	২৫.০০
০৬	এলটি-ডি২ঃ রাস্তার বাতি, পানির পাম্প, ব্যাটারী চার্জিং স্টেশন	৭.৭০	৪০.০০
০৭	এলটি-ইঃ বাণিজ্যিক ও অফিস		৩০.০০
	ফ্ল্যাট	১০.৩০	
	অফ পিক সময়	৯.২৭	
	পিক সময়	১২.৩৬	
০৮	এলটি-টিঃ অস্থায়ী	১৬.০০	১০০.০০

লোড পরিবর্তন বা লোড বৃদ্ধি/হ্রাসকরণঃ

লোড বৃদ্ধি/হ্রাস করনের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফর্মে সমীক্ষা ফি জমা দিয়া আবেদন করতে হবে। লোড বৃদ্ধি/হ্রাসের আলোকে চুক্তি পত্র সম্পাদন করতে হবে।
লোড বৃদ্ধির প্রাক্কলন সহ বর্ধিত লোড সহ সমুদয় লোডের জন্য অতিরিক্ত জামানত জমা প্রদান করতে হবে। প্রাক্কলন ও জামানতের অর্থ জমাদানের পর প্রয়োজনীয় ওয়্যারিং সম্পন্নের রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী ৭ (সাত)দিনের মধ্যে মালামাল প্রাপ্তি সাপেক্ষে লোড বৃদ্ধির কার্য সম্পাদন করা হবে। যদি কোন কারণ বশতঃ লোড বৃদ্ধি/হ্রাস করা সম্ভব না হয় সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ জানিয়ে গ্রাহককে পত্র দিয়ে জানানো হবে।

গ্রাহকের নাম পরিবর্তন পদ্ধতি ঃ

০১ নাম/মালিকানা পরিবর্তনে আগ্রহী গ্রাহক সদস্য কর্তৃক জেনারেল ম্যানেজার/ ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বরাবর সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে।
০২ আবেদনের সাথে ২ কপি সত্যায়িত ছবি , জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ জমা দিতে হবে।
০৩ এলাকা পরিচালক/ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র জমা দিতে হবে।
০৪ পূর্বের সংযোগ স্থলের জমির মালিকানার স্বপক্ষে দলিল/পর্চার ফটোকপি,সংযুক্ত করতে হবে।
০৫ নিম্নের ছকে উল্লেখিত কাগজ পত্র সংযুক্ত করে আবেদন দিতে হবে।

মৃত্যুজনিত কারণ হলে	ক্রয়-বিক্রয় জনিত কারণ হলে
ক) মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সনদ ও ওয়ারিশ নামা (ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত)	ক) জমি ক্রয়/ বিক্রয় সংক্রান্ত দলিল (সত্যায়িত)
খ) আবেদনকারী ব্যতীত অন্যান্য ওয়ারিশদের না দাবী নামা নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সত্যায়িত কপি	খ) নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে মিটার গ্রহণ/ হস্তান্তর নোটারী পাবলিক দ্বারা সম্পন্নকৃত।
গ) পূর্বের নামের সকল পাওনাদি পরিশোধ সাপেক্ষে নাম পরিবর্তন ফি, সদস্য ফি, জামানত জমা দিতে হবে।	গ) পূর্বের নামের সকল পাওনাদি পরিশোধ সাপেক্ষে নাম পরিবর্তন ফি, সদস্য ফি, জামানত জমা দিতে হবে।

উন্নয়নের মহাসড়কে, বিদ্যুৎ আছে সকলের সাথে